তারিখ ... 25 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩৮... কলাম ...৬...

কালের কণ্ঠ

কবিগুরুর নীলকুঠি এখন আবাসন!

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের দারিয়াপুরে ৪ দশমিক ৬৮ একর জমির ওপর রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি। এখানেই রয়েছে নীলকরদের নীলকুঠি, যা এখন কাছারিবাড়ির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এদিকে ওই নীলকুঠিকে আবাসন হিসেবে ব্যবহার করায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা লোকজন এটি দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটিকে প্রত্নতত্ত্ব হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। কাছারিবাড়ির আঙিনায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন থাকায় এর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির কাস্টোডিয়ান হালিমা আফরোজ। তিনি জানান, কাছারিবাড়ির নিরাপত্তার স্বার্থেই ঝুঁকিপূর্ণ নীলকুঠিতে তাঁদের থাকতে হচ্ছে। কাছারিবাড়ির পশ্চিম দিকের নীলকুঠি ভবনটি তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে নির্মিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাহজাদপুরে জমিদারির দায়িত্ব পাওয়ার পর এ নীলকুঠিতেই খাজনা আদায়ের সেরেস্তা বানিয়েছিলেন। ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া ভবনটি পরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করে নেয়। বর্তমানে জরাজীর্ণ ভবনটির একাংশ মেরামত করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের লোকজন এখানে বসবাস করছে। ৯টি পরিবারের অন্তত ৩০ জন সদস্য এখানে থাকছে। এ ভবনের উত্তর পাশে আধাপাকা একটি ঘরে বসবাস করছেন কুঠিবাড়ির কাস্টোডিয়ান হালিমা আফরোজ। তিনি জানান, নীলকুঠিটি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। কাছারিবাড়িতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আলাদা ভবন হলেই এটি ছেড়ে দেওয়া হবে উল্লেখ করে তিনি জানান, তা ছাড়া নীলকুঠি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি দেখতে আসেন ঢাকার ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ বিভাগের শিক্ষার্থী তনিমা খাতুন। রবীন্দ্রভক্তদের দাবি, আগামী ২৫ বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনের আগেই ভবনটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক, যাতে বিশ্বকবির স্মৃতিধন্য ভবনটিও উৎসুক জনতা দেখতে পারে। তা ছাড়া এটিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আহমেদ জানান, বিষয়টি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণে। তারাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে এটি উন্মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসকসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক মো. আলতাফ হোসেন বলেন, 'ওখানে কয়েকটি পরিবার বসবাস করছে বলে গত সপ্তাহে জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'